M : 9093770066/9332161046
অ্যাপোলো ফার্মেসী
কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট
প্রোঃ- জন হাজরা
মানুষ ও পশু-পক্ষীর সকল প্রকার ঔষধ ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা হয়।
গলসী বাজার (মিড়িকপাড়া মোড়), কালিতলা, পূর্ব বর্ধমান (মঙ্গলবার বন্ধ)

সংবাদ-পাক্ষিক

সোজা কথা

SOJA KATHA

Regd. No.- WBBEN/2015-62804 (Govt. of India)
Postal Regd. No.- WB - BDN / 03 / 2015

শুভেচ্ছা সহ -
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
শেখ মহম্মদ জাহাঙ্গীর
আপনার এলাকার একমাত্র এল.আই.সি. জেডস এম'র ক্লাব মেম্বার এজেন্ট বীমা সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার জন্য যোগাযোগ করুন।
সুন্দলপুর, গলসী, বর্ধমান
M.: 9732096740
6294263633

১১ বর্ষ ■ সংখ্যা-১৬ ■ ৩০শে আগস্ট, ২০২৫ ■ শনিবার ■ ১৩ই ভাদ্র, ১৪৩২ ■ সম্পাদক ঃ পরিতোষ শীল ■ মূল্য ঃ ২ টাকা

বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার ২৬ আগস্ট বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেন প্লিজ, বিজেপির 'ললিপপ' হবেন না। একই সভা থেকে 'বাংলার সব চোর' একথা বলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। পাশাপাশি ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশী বলে দাগিয়ে দিয়ে হেনস্তা করা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী এদিন তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। পাশাপাশি মোদির পাশে সব চোরেরা রয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভাজপা পরিচালিত উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি চোর। এদিনের সভা থেকে সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনার চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু, প্রশ্ন করতেই হবে, বাংলাকে চোর কেন বললেন প্রধানমন্ত্রী? মুখ্যমন্ত্রী তারপরই বলেন, আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র সবচেয়ে বড় চোর। আপনি চোর সর্দারদের নিয়ে মিটিং করেন।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে হবে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে

এরপর ৪ পাতায়

খণ্ডঘোষে সম্পত্তির জেরে সৎ মাকে ঘরে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে, দগ্ধ আরও তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘরের বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে পেট্রল ঢেলে এক দম্পতি ও তাঁদের ছেলে মেয়েকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল সৎ ছেলের বিরুদ্ধে। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। খণ্ডঘোষের উদয়কৃষ্ণপুরের পশ্চিমপাড়ার এই ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে সৎ ছেলে এই খুনের চেষ্টা চালায় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিস। অভিযুক্ত বাউল মিস্ত্রিকে আটক করেছে পুলিস। সেও অগ্নিদগ্ধ হয়ে জখম অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দগ্ধ কৃষ্ণপদ মিস্ত্রি(৫০) ও তাঁর পুত্রসন্তান বাদল মিস্ত্রি(১৩) দগ্ধ হয়ে জখম অবস্থায় বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কৃষ্ণপদবাবুর কন্যা সুমিত্রা মিস্ত্রি (১০) কে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। মৃতার নাম সন্ধ্যা মিস্ত্রি (৪২)। তিনি কৃষ্ণপদবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণপদবাবু তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। গভীররাতে কৃষ্ণপদবাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে বাউল ঘরে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পালায়। এই ঘটনায় সেও অগ্নিগ্ধ হয়। আরও জানা গিয়েছে, বাইরে তালা দিয়ে রাখার ফলে পরিবারের সদস্যরা কেউ ঘর থেকে বেরতে পারেনি। গ্রামের লোকজন তাদের আর্ত

এরপর ২ পাতায়

বর্ধমানের বুকে গড়া দুর্গা পাড়ি দিল কানাডায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্ধমান শহরের বেচারহাটের শিল্পী সিদ্ধার্থ পালের হাতের তৈরি দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দিচ্ছে কানাডার অন্টারিও শহরে। পুজোর আগেই বিদেশে বর্ধমানের শিল্পকলা পৌঁছে যাওয়ায় আনন্দে ভাসছে জেলা। দুর্গোৎসব মানেই বাঙালির প্রাণের উৎসব। আর সেই উৎসবের আবহ এবার ছড়িয়ে পড়ছে সাত সমুদ্র পেরিয়ে কানাডাতেও। বর্ধমান শহরের বেচারহাট এলাকার শিল্পী সিদ্ধার্থ পালের হাতের গড়া দুর্গা প্রতিমা সোমবার সকালেই যাত্রা শুরু করেছে অন্টারিও শহরের উদ্দেশ্যে। রবিবার রাতভর চলেছে প্যাকিং, ভোরের আলো ফুটতেই বিদেশের পথে উড়াল দিয়েছে প্রতিমা।

মাত্র আড়াই কেজি ওজনের এই ৩০/২০ ইঞ্চি ফাইবার গ্লাসের প্রতিমাটি বানাতে সিদ্ধার্থবাবু ও তাঁর স্ত্রী তন্দ্রা পাল নিরলস পরিশ্রম করেছেন প্রায় ২২ দিন। প্রতিটি তুলির আঁচড়, প্রতিটি রঙের ছোঁয়ায় যেন মিশে আছে বর্ধমানের আবেগ, বাঙালির সংস্কৃতি আর শিল্পীর আত্মার স্পন্দন। শিল্পী সিদ্ধার্থ পাল বলেন, "ছোট থেকেই মাটির গন্ধে বড় হয়েছি। প্রতিমা গড়ার টান রক্তে মিশে আছে। বিদেশে মূর্তি

এরপর ২ পাতায়

বরেণ্য কবি ও সঙ্গীত সাধক কাজী নজরুল ইসলামের ৫০ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে ধ্রুবতারা সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকার উদ্যোগে এবং সামাজিকীকরণ বার্তা পত্রিকার সহযোগিতায় ২৯ আগস্ট ২০২৫ শুক্রবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজবাটি স্থিত নজরুল উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবি মূর্তিতে মাল্যদান, আলোচনা, সংগীত ও কবিতা পাঠ।

মুখ্যমন্ত্রীর সভায় টেট প্রার্থীদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা চলাকালীন হঠাৎই বিপত্তি। প্রায় ১৫-২০জন টেট প্রার্থী প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে পড়েন সভাস্থলে। তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালের টেট পরীক্ষা দেওয়ার পরও কোনও নিয়োগ হয়নি। প্রার্থীরা জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরাসরি নিজেদের দাবি পৌঁছে দিতে চাইলেও বাধা দেওয়া হয়েছে তাঁদের। এদিন প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, দীর্ঘ বঞ্চিত প্রাথমিকে নতুন নিয়োগে মাননীয়ার হস্তক্ষেপ চাই। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালীন এমন ঘটনার জেরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় সভাস্থলে। বিক্ষোভকারী একটি লিখিত আকারে পুলিসের মারফত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। অন্যদিকে, এদিন শহরের একাধিক স্কুলে ক্লাস বন্ধ ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য সকাল থেকেই নো এন্ট্রি করে দেওয়ায় স্কুলবাস চলাচল করতে পারেনি। তাই সময়মতো স্কুলে পৌঁছতে পারেনি পড়ুয়ারা। সেকারণে অনেক স্কুল এদিন ছুটি ঘোষণা করে দেয়। এছাড়াও নো এন্ট্রি থাকায় নাকাল হন বাসিন্দারা। সব ধরনের গাড়ি এদিন রাস্তা দিয়ে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এদিন শহর একপ্রকার অঘোষিত বন্‌ধের চেহারা নেয়।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অন্যতম বার্ষিক কর্মসূচি
পঞ্চবিংশ নাট্যমেলা
আগামী নভেম্বর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে বিভিন্ন জেলায় এবং কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে

সম্ভাব্য স্থান

জেলা : কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, বহরমপুর, আসানসোল, চন্দননগর, মেদিনীপুর, সাঁওতালডি, পানিহাটি, জয়নগর

কলকাতা : রবীন্দ্রসদন, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্রতীর্থ (নিউ টাউন), একতারা মুক্তমঞ্চ, তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহ

কলকাতার ক্ষেত্রে মঞ্চনাটক ছাড়াও পথনাটক (সর্বাধিক ১০ জনের দল), অন্তরঙ্গ নাটক (সর্বাধিক ১০ জনের দল), পুতুল নাটক (সর্বাধিক ১০ জনের দল), মূকাভিনয় (একক শিল্পী বিবেচ্য নয়) এবং অণুনাটক (সর্বাধিক ১০ জন) আবেদন করতে পারবে।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন জানানো যাবে। সকল তথ্য বিস্তারিত জানবার জন্য https://pbna.wbicad.in ওয়েবসাইট দেখা আবশ্যক।

সচিব
যোগাযোগ: (০৩৩) ২২২৩-১১৩২ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

R. O. Number : 332 (21) / ICA / PUB / BDN (ADVT)
Date : 29.08.2025 Date of Print : 30/08/2025

সম্পাদকীয়

বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রী

কথা ছিল ২৬ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বর্ধমানে। প্রস্তুত হচ্ছিল বর্ধমান। মাঝে একটানা বৃষ্টিতে কপালে চিন্তার পড়েছিল প্রশাসনের অন্দরে। অবশেষে কয়েকদিনের বৃষ্টির বিরতি, প্রশাসনের তৎপরতা, জরুরী ভিত্তিতে সভাস্থল নির্মাণ। তারপর বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রীর আগমন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে আসা মানেই মানুষ আশায় থাকে নতুন নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা হবে এই ভেবে। এবারেও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘোষণা করেছেন যা বিভিন্ন এলাকার মানুষদের কাছে বেশ আশাপ্রদ ঘটনা বলেই মনে হয়। দক্ষিণ দামোদর এলাকার মানুষরা অপেক্ষায় ছিল

শিল্প সেতুর প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য। তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্প সেতুর উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন। গলসি এবং জামালপুর এলাকায় দামোদর নদের উপর এবং দামোদর মূল ক্যানেলের উপর সেতু তৈরীর অনুমোদন হয়েছে। সারা পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চল যথা ভাতার মেমারি পূর্বস্থলী কেতুগ্রাম রায়না এলাকার মোট ১০৩ টি প্রকল্পের শিলান্যাসএবং ২২৮ টি প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। অনাময়ের জন্য নতুন ক্যাথ ল্যাব এবং সিটি স্ক্যান মেশিন বসবে। ৫৪টি বিদ্যালয়ে হবে স্মার্ট ক্লাস রুম। বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তর জন্মস্থান খন্ডঘোষের ওঁয়াড়ি গ্রাম এবং রায়না ব্লকের সুবলদহ গ্রামের রাসবিহারী বসুর জন্ম ভিটার সংস্কার হবে। সর্বোপরি বাংলাএবং বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য এগিয়ে আসার জন্য যে আহ্বান রেখেছেন তাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

‘গাছের ভুবন’ গ্রুপের সবুজ আদান প্রদান কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সবুজ ঘাসের দেশ এ পৃথিবী। শ্যামল প্রকৃতির অকৃত্রিম রূপের টানে বার বার আমরা ছুটে যাই তার কাছে। সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান পাই প্রকৃতির সান্নিধ্যে। তাই সবুজকে আপন করে ধরে রাখতে চাই নিজের আঙিনায়। বড় স্নেহে লালিত করি সন্ত ানের মতো করে। সেই সবুজের অভিযান কে সার্থক রূপ দিতে ‘গাছের ভুবন’ ফেসবুক গ্রুপের উদ্যোগে এদিন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বর্ধমান গ্রুপ মিট প্রোগ্রাম। এইদিন ২৪ শে আগস্ট ২০২৫ রবিবার বর্ধমান বাণীপীঠ হাই স্কুলে শতাধিক সদস্য এই গ্রুপ মিটে হাজির হয়ে নিজেদের মধ্যে রকমারি গাছের আদান প্রদান করলেন। গ্রুপের পক্ষ থেকে সকল উপস্থিত সদস্যের হাতে এদিন তুলে দেওয়া হলো একটি করে মাল্টা ও বাগান বিলাস চারা গাছ এবং এক কেজি পাতা পচা সার। অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গাছের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সুপরামর্শ দিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ছিল গাছের গ্রাফটিং সংক্রান্ত কর্মশালা।

মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গ্যাসের পাইপ লাইন

আদিবাসীদের আন্দোলনে গ্রাম ছাড়লো ঠিকাদার কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আলোচনা ছাড়াই মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো গ্যাসের পাইপ লাইন। তীর ধনুক নিয়ে আন্দোলনে সামিল আদিবাসীরা। বন্ধ করে দিলো কাজ, প্রবল আন্দোলনের জেরে গ্রাম ছাড়লো ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পুলিশ, উত্তেজনা বুদবুদে খান্ডারীডাঙ্গা গ্রামে। ঘটনাস্থলে পুলিশ। মাটির তলা দিয়ে গ্যাস পাইপ নিয়ে যেতে বাঁধা,তীর ধনুক, ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থার লোকজনকে তাড়া করে গ্রামছাড়া করলো আদিবাসিরা। ব্যাপক উত্তেজনা বুদবুদের খান্ডারী গ্রামে। আন্দোলনে আদিবাসী মহিলারাও। অশান্তির শুরু দিন কয়েক আগে, বুদবুদের খান্ডারী গ্রামে রাস্তার তলা দিয়ে গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার গ্যাসের পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয়েছে, এক ঠিকাদারি সংস্থা এই কাজের বরাত পায়, অভিযোগ না পার্টির লোকজন না বিডিও বা প্রশাসনের কেউ, তাদের সাথে আলোচনা না করেই পাইপ লাইন বসানোর কাজ শুরু করে। আদিবাসীদের অভিযোগ, এতে বাড়িতে ফাটল ধরছে, বাড়ছে বিপদের আশংকা, কিন্তু বারণ করা সত্ত্বেও মাটির তলা দিয়ে গ্যাসের পাইপ বসানোর কাজ জারি রেখেছে ঐ ঠিকাদারি সংস্থা। বুধবার সকালে ফের কাজ শুরু করতে গেলে আন্দোলনকারী আদিবাসী মহিলারা হাতে তীর ধনুক ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে চলে আসে, বন্ধ করে দেয় কাজ, এমনকি গ্রামছাড়া করে ঐ ঠিকাদারি সংস্থার লোকজনদের, অভিযোগ প্রতিবাদী হলেই লক্ষীর ভাণ্ডার, সহ বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পতো তোমরা পাচ্ছ এমন কথা বলছে পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভও শুরু করেন আন্দোলনকারী আদিবাসী মহিলারা।গোটা ঘটনায় টানটান উত্তেজনা বুদবুদের খান্ডারী গ্রামে। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত চন্দন কিস্কু ফোনে জানান বিষয়টি নিয়ে তারা বসছেন গ্রানবাসীদের সাথে। শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। সব মিলিয়ে গোটা ঘটনায় টানটান উত্তেজনা দুর্গাপুরের বুদবুদের খান্ডারী গ্রামে। এই গ্যাসের পাইপ লাইন বসলে বুদবুদের অনন্তপাড়া, জগন্নাথ পাড়া, লুদু পাড়া সহ খান্ডারী গ্রামের প্রায় শ পাঁচেকের বেশী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে জানান গ্রামবাসিরা।

বাবার খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল কিশোর

ভাতাড় পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হলো ওই কিশোর

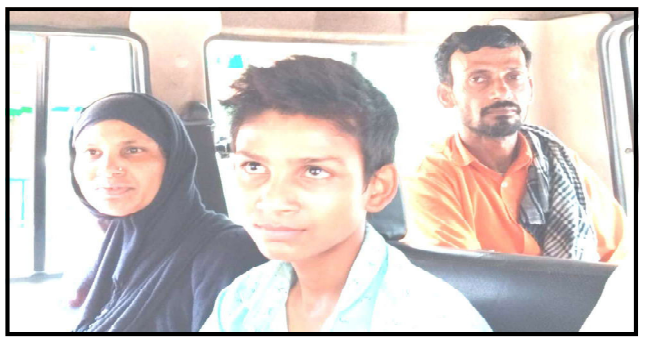

সেখ মিলন, ভাতাড় ঃ বাবার খোঁজে ভিন রাজ্যের পাড়ি দিয়েছিল ১৪ বছরের ভাতাড়ের কিশোর। ভাতাড় থানার পুলিশের তৎপরতায় ভিন্ন রাজ্য থেকে উদ্ধার করা হলো ওই কিশোরকে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভাতারের এরুয়ার এলাকার বাপের বাড়ি এক গৃহবধূ হরিয়ানার পানিপথ জেলার সামলকা এলাকার বিয়ে হয়। তাদের তিনটি পুত্র সন্তান রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য জেরে কয়েক বছর আগেই তাদের বিচ্ছেদ হয়। তিন সন্তানকে নিয়ে ওই গৃহবধূ ভাতাড়ের বলগোনা এলাকায় দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকতেন। তবে ওই গৃহবধূর ১৪ বছরের মেজ ছেলে নিজের বাবার স্মৃতি ভুলনে পরেন নি। গত ১২ই আগস্ট বাবার খোঁজে হরিয়ানার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ওই কিশোর। এদিকে ছেলের সন্ধান না পেয়ে ভাতার থানার দ্বারস্থ হন ওই গৃহবধূ। পুলিশের কাছে নিখোঁজ ডাইরি করা হয়। অভিযোগ পেয়ে দ্রুত তদন্ত শুরু করে ভাতাড় থানার পুলিশ। কিন্তু কোন ভাবে ওই কিশোরের সন্ধান না পেয়ে পুলিশ ওই কিশোর যে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত সেখানে পৌঁছায়। নিখোঁজ কিশোরের সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বানিয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন ভাতাড় থানার মেজ বাবু সুদীপ সিং। এরপরই সহপাঠীরা হরিয়ানার কথা পুলিশকে বলে। বিভিন্ন সূত্র মারফত পুলিশ হরিয়ানায় ওই কিশোরের সন্ধান পায়। পুলিশের একটি দল হরিয়ানায় পৌঁছে নিখোঁজ ওই কিশোরকে উদ্ধার করে আনে। তদন্তে পুলিশ জানতে, নিজের বাবার খোঁজে ওই কিশোর ভাতাড়ের বলগোনা স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে বর্ধমান পৌঁছায়। সেখান থেকে হরিয়ানার পানিপথ স্টেশনে নামে ওই কিশোর। সেখান থেকেই ওই কিশোরকে উদ্ধার করে ভাতাড় থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ওই কিশোরকে শিশু সুরক্ষা আদালতে পেশ করা হয়।

১ম পাতার পর- **-দুর্গা পাড়ি দিল কানাডায়**

পাঠানো মানে পুজোর আগেই পুজোর আনন্দ পাওয়া।”

এর আগেও তাঁর তৈরি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি গিয়েছে নরওয়েতে। এমনকি চার বছর আগে তাঁর থিম ‘দশঅবতার’ পৌঁছে গিয়েছিল ওয়াশিংটনে। বর্ধমান থেকে কলকাতার একাধিক বড় পুজো মণ্ডপেও তাঁর শিল্পকর্ম কুড়িয়েছে প্রশংসা। শহরের শাঁখারীপুকুরে তাঁর প্রতিষ্ঠান ‘মাটি মায়া’ আজ বর্ধমানের শিল্পভুবনের অন্যতম ঠিকানা। বর্ধমানবাসীর কাছে এ এক গর্বের মুহূর্ত। দুর্গা পুজোর আগে বিদেশে শহরের শিল্পকলা ছড়িয়ে পড়া মানে উৎসবের আনন্দ যেন আরও বেড়ে যাওয়া। শহর জুড়ে এখন একটাই গর্বের সুর–“বর্ধমানের দুর্গা পৌঁছচ্ছে কানাডায়, মাতৃ আরাধনা এবার হবে বিদেশের মাটিতেও।”

পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ-

১ম পাতার পর-

চিৎকার শুনে তড়িঘড়ি এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। ভির্তর কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণপদবাবুর স্ত্রী সন্ধ্যাদেবীর মৃত্যু হয়। কৃষ্ণপদবাবু ও ছেলে বাদলের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জমি-জমা সংক্রান্ত পারিবারিক অশান্তির কারণেই প্রথম পক্ষের ছেলে বাউল এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

ভার্চুয়াল উদ্বোধন ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের

সঞ্জয় মণ্ডল, ভাতার ঃ ২৬ এ আগস্ট ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। পূর্বে ভাতার গ্রামীণ হিসেবে পরিচিত ছিল। ফিতে কেটে ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন ভাতার বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী ও ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বিএমওএইচ, এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন ভাতার ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক,ব্লক স্বাস্থ্য কর্মাধক্ষ্য এবং অন্যান্যরা। বিএমওএইচ বলেন পূর্ব নির্ধারিত ৫০ থেকে বেড সংখ্যা বাড়িয়ে ১২০ বেড করা হয়েছে। এর মধ্যে মহিলা বেডের পরিমান একটু বেশি সংখ্যায় থাকবে আশা করা যায়। হাসপাতালের বিল্ডিং প্রায় সম্পূর্ণ হলেও এডমিস্ট্রেশনের কাজ এবং অল্পস্বল্প কিছু কাজ বাকি রয়েছে। যেমন জলের পাইপ লাইন, ইলেকট্রিক। তবে দুই এক মাসের মধ্যেই পরিসেবা চালু হবে বলে আশা করা যায়। স্টেট জেনারেল হাসপাতাল যেহেতু সুপারিন্টেন্ডেন্টের অধীনে চলে তাই হয় সরকার থেকে নূতন সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিয়োগ করতে হবে অথবা অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট বানাতে হবে। এরপর হাসপাতালের সম্পূর্ণ পরিসেবা দিতে সুপারিন্টেনডেন্টের ট্রেজারীতে নতুন হেড খুলে স্টাফ নিয়োগ করতে হবে। যেমন সুইপার,গ্রুপ ডি, ডাক্তার, সিস্টার সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ হলে তবেই পরিপূর্ণ পরিসেবা পাওয়া যাবে। বর্তমানে পরিসেবা থাকছে সিজারইং, জেনারেল সার্জারি, জেনারেল মেডিসিন, আই এর সার্জারি, ইএনটি সার্জারি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে অর্থোপেডিক সার্জারি সংক্রান্ত ব্যাপারেও পরিসেবা মিলবে বলে আশা করা যায়।এর সঙ্গে ডাক্তার নার্স ও রোগীদের নিরাপত্তা বিষয়েও যথেষ্ট নজরদারি থাকবে। তার জন্য থাকছে পুলিশ প্রহরা ও সিসি ক্যামেরা।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গাপুর থানা ঘেরাও কর্মসূচিকে ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড

তাপস কুমার গুঁই ঃ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গাপুর থানা ঘেরাও কর্মসূচিকে ঘিরে ধুন্দুমার কান্ড দুর্গাপুর থানা চত্বরে। পুলিশের লোহার ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে পড়লো আন্দোলনকারীরা। পুলিশ বাঁধা দিতে গেলে শুরু ধস্তাধস্তি। আন্দোলনকে কটাক্ষ তৃণমূলের। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গাপুর থানা ঘেরাও কর্মসূচিকে ঘিরে ধুন্দুমার কান্ড ঘটে গেলো দুর্গাপুরে। পুলিশের ব্যারিকেড টপকে থানার ভেতর ঢুকে পড়লো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্মীরা। পুলিশ ভেতরে ঢুকতে বাঁধা দিলে শুরু হয় তুমুল ধস্তাধস্তি। রীতিমতো বসে পড়ে বিক্ষোভ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্মীদের।বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে। ঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েক আগে। দুর্গাপুরের বিজোন রুটের একটি মিনিবাসে হিন্দি ভাষায় জয় শ্রী রাম লেখা হয়েছিল, বেনাচিতি বাজারে এই বাস দাঁড় করিয়ে দিয়ে সেই লেখা ঢেকে দিয়েছিল বাংলা পক্ষর সদস্যরা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় সেই ভিডিও। এরপরেই রাস্তায় নামে বিজেপি, প্রত্যেকটা বাসে গেরুয়া ধজ লাগায় তারা। বৃহস্পতিবার বাংলা পক্ষর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়ে দুর্গাপুর থানা ঘেরাও করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্মীরা, আচমকা থানার ভেতর আন্দোলনকারীরা ঢুকতে গেলে বাঁধা দেয় পুলিশ, শুরু হয় আন্দোলনকারীদের সাথে ধস্ত াধস্তি। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে থানা চত্বরে। বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে, সামাল দেয় পরিস্থিতি, থানার সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভে সামিল হয় আন্দোলনকারীরা, দাবী তোলেন বাংলা পক্ষর সদস্যদের গ্রেপ্তারের। নির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় দুর্গাপুর থানায়। প্রায় আধ ঘন্টা আন্দোলন চলার পর শান্ত হয় পরিস্থিতি। যদিও আন্দোলনকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব, এর মধ্যে কোনো ভুল নেই ফের জানালো বাংলা পক্ষ।

ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের বিনামূল্যে ধানের চারা প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলায় প্রায় এক হাজার জন ক্ষতিগ্রস্ত চাষীকে নতুন করে চাষ করার জন্য বিনামূল্যে ধানের চারা দেওয়া হয়েছে। এরফলে, প্রায় সাড়ে তিনশো একর জমিতে নতুন করে চাষ করা সম্ভব হয়েছে। জেলার মধ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক গুলির পাশপাশি, অন্যান্য ব্লকের চাষিদেরও ধানের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অতিবৃষ্টির কারণে জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ধান চাষ। জেলায় নতুন করে চাষ করতে চাষিদের বিনামূল্যে ধানের চারা বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩২১ বান্ডিল চারা সরবরাহ করা হয়েছে। এরমধ্যে কিছু চারা সরকারি খামার থেকে সরবরাহ করা হয়। বাকি চারা অন্যান্য ব্লকের চাষিদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে রায়না ১, রায়না ২, খন্ডঘোষ, গলসি ১ ও ২ ব্লক, ভাতার, বর্ধমান ১ ও ২ ব্লকের চাষিদের কাছে ধানের চারা নেওয়া হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকের চাষিদের মধ্যে রায়না ১ ও ২ ব্লক, খন্ডঘোষ, জামালপুর ব্লকের চাষিদের ধান বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। এই চারটি ব্লকের মোট ৮১০ জন চাষীকে ধানের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৮৫ জন চাষীকে গোবিন্দভোগ বা খাস ধানের চারা ও ৬২৫ চাষীকে লাল স্বর্ণ ধানের চারা সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে নতুন করে ৩২৪.৫ একার জমিতে নতুন করে চাষ করা সম্ভব হবে বলে জানা গিয়েছে।

জেলা উপকৃষি অধিকর্তা অমর মন্ডল জানান, ‘‘ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চাষীদেরকে নতুন করে ধানের চারা সরবরাহের মাধ্যমে আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে। চাষিরা ধানের চারা ইতিমধ্যেই রোপন করেছেন এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা উপকৃত হবেন। চারা বিতরণের কাজ শেষ হয়েছে।’’

বর্ধমানের বাবুরবাগে নিজস্ব কার্যালয়ে শহিদ শিবশংকর সেবা সমিতির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ বিমল কৃষ্ণ বণিক মহাশয় কে জীবনকৃতি সম্মাননা প্রদান।

বেহাল রাস্তা যেন মরণফাঁদ

কুন্তল মণ্ডল, ভাতার ঃ বেহাল রাস্তা যেন মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মাহিনগর থেকে দেবপুর ও ভাতার যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বনপাস অঞ্চলের কামারপাড়া, এই রাস্তায় প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা, রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, পথচারী থেকে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই পড়ছে বিপদের মুখে, অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সকেউ, মাল বোঝাই গাড়ি রাস্তার গর্ত বাঁচাতে গিয়ে বিপদের মুখে ফেলছে সাইকেল আরোহী থেকে পথচারীদের, হচ্ছে বচসা, নিরুপায় পথচারী, P H E জলের পাইপলাইন যাওয়ার ফলে ঠিকাদারি সংস্থারা পিচ রাস্তা মেশিন দিয়ে খুঁরে চলে যায়, P H E জলের সমস্ত কাজ এক বছর আগে সম্পূর্ণ হলেও রাস্তা ওভাবেই পড়ে আছে, যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের, এছাড়াও এই রাস্তার ওপর দিয়ে পুলিশের নজর এড়াতে ওভারলোড মালবোঝাই গাড়ি দিনে রাতে পার হচ্ছে, অবশেষে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা উদ্যোগ নিয়ে মেরামত করল এই রাস্তা, স্থানীয়রা দাবি করছে সামনেই দুর্গাপুজো এটি প্রশাসনের নজরে আসুক না হলে বাড়বে দুর্ঘটনা।

আক্রান্ত দুর্গাপুরের বিজেপি ওবিসি মোর্চার নেতা ও তার পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আক্রান্ত দুর্গাপুরের বিজেপির ওবিসি মোর্চার নেতা ও তার পরিবার। আহত অবস্থায় বিজেপি নেতার মা কে ভর্তি করা হলো দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে।অভিযোগ বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। অভিযোগ ভিত্তিহীন পাল্টা দাবী তৃণমূল নেতৃত্বের। আক্রান্ত বিজেপি নেতার মা কে হাসপাতালে দেখতে এলেন দলের মহিলা মোর্চার নেত্রীরা। আক্রান্ত বিজেপির ওবিসি মোর্চার নেতা ও তার পরিবার, গুরুতর জখম অবস্থায় বিজেপির ওবিসি মোর্চার নেতার মা কে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। দুর্গাপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পল্লী রুইদাস পাড়ার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো। দলের মহিলা মোর্চার নেত্রীরা দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে দেখতে আসেন বিজেপি নেতার মা কে। অভিযোগ, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে নেতারা এই প্রস্তাবে রাজি না হওয়াতেই এই আক্রমণ। পাড়াগত একটা ছোট বিবাদকে কেন্দ্র করে অশান্তির শুরু, গতকাল এই ছুতোকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্গাপুরের ওবিসি মোর্চার নেতা কৈলাশ দাস ও তার পরিবারের ওপর, এরা সবাই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ বিজেপি নেতৃত্বর। অভিযোগ, অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব, বিজেপি নাটক করছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

কালনায় দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

তন্ময় সাহা ঃ কালনার দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বুধবার প্রশাসনিক বৈঠক হল শহরের পুরশ্রী হলে। অনলাইনের মাধ্যমে কীভাবে সমস্ত নথিপত্র জমা করবে পুজো কমিটিগুলি, তা দেখানো হয়। কালনা মহকুমার সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকরাই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কালনা পুরসভার চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত পুজো কমিটিগুলির কাছে রক্তদান শিবির করার আহ্বান জানান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজো কমিটিগুলির কাছে মণ্ডপে সিসি ক্যামেরায় নজরদারি রাখার আবেদন জানানো হয়। মদ্যপ অবস্থায় ও গতি বাড়িয়ে গাড়ি চালানো কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে জানায় কালনা মহকুমা পুলিস প্রশাসন। যে সমস্ত পুজো কমিটিগুলি সমস্ত হিসেব-নিকেশ জমা করেনি, তারা যেন খুব দ্রুত তা জমা করে দেন তার আবেদন জানান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তপন পোড়েল।

মানকর কলেজে মেডিটেশন শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানকর কলেজ। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও সমান সুনাম রয়েছে এই কলেজে। শিক্ষার্থীদের মনোসংযোগ ধরে রাখা ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে সম্প্রতি কলেজে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ মেডিটেশন ক্যাম্প। আধুনিক জীবনের চাপ, উদ্বেগ ও মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে এবং পড়ুয়াদের মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই শিবির আয়োজন করতে সহযোগিতা করে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারিশ ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। তাদের প্রতিনিধি বি কে জানকি ,বি কে সোনালি সহ আরও কয়েকজন। শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গলসি ১নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) জয়প্রকাশ মন্ডল, কলেজের অধ্যক্ষ সুকান্ত ভট্টাচার্য, গলসি পশ্চিম চক্রের এসআই দেবকুমার ভক্ত। এ ছাড়াও কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, অভিভাবক সহ অসংখ্য শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গলসি ১নং ব্লকের বি.এল এফ হায়দার আলি মন্ডল। প্রশিক্ষকরা অংশগ্রহণকারীদের ধ্যান, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং মনোসংযোগ বৃদ্ধির নানা পদ্ধতি শেখান। তাঁরা জানান,নিয়মিত মেডিটেশন শরীর ও মনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের মেডিটেশন শিবিরের আয়োজন করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে আরও দৃঢ় ও সুস্থ হয়ে শিক্ষা ও জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা জানান, এই উদ্যোগ তাঁদের কাছে ভিন্নধর্মী ও মূল্যবান অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে। পড়াশোনার চাপ সামলাতে এবং মানসিক প্রশান্তি অর্জনে এই ধরণের শিবির অত্যন্ত কার্যকর বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। শিবিরের মধ্যে বিডিও জয়প্রকাশ মন্ডল বাল্যবিবাহ রোধ নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতনা করেন।

৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস পালন মন্তেশ্বর ব্লকের সিংহালী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

১ম পাতার পর-

কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের এসআইআর চালু নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। এনিয়ে প্রস্তুতি শুরু করতে রাজ্যকে চিঠি লিখে জানিয়েও দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যে কোনও সময়ে রাজ্যে এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে। তবে, এসআইআর নিয়ে রাজ্য তার আপত্তির কথা জানিয়ে রেখেছে। শুধু বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে কেন এসআইআর, সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে বঙ্গের শাসক দল। যদিও বঙ্গ বিজেপি এই রাজ্যে এসআইআর কার্যকর করার দাবিতে সওয়াল জারি রেখেছে। এছাড়া বাংলার ভোটার তালিকায় লক্ষ্লক্ষ ভুতুড়ে ভোটার থাকার কথা কমিশনেও জানিয়েছে বঙ্গ বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, নির্বাচন কমিশন, আপনাকে অনেক প্রণাম জানাই, সালাম জানাই। প্লিজ, বিজেপির ললিপপ হবেন না। আমাকে ভয় দেখিয়ে কিছু লাভ হবে না বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধেও এদিন তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে বার বার আসছেন। প্রধানমন্ত্রী কেন বলবেন যে, বাংলায় সব চোর। তাই আমি টাকা বন্ধ করেছি। বাংলায় ১৮৬টি টিম পাঠিয়ে ছিল। সব তথ্য দেওয়া হয়েছিল, সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও বাংলার নামে মিথ্যা বলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও বিহারের ডবল ইঞ্জিন সরকার তো সব থেকে বড় চোর। এই চোর-গদ্দারদের নিয়ে মিটিং করে বাংলকে চোর বলছেন? বাংলার অপমান নিয়ে এদিন কার্যতই সুর চড়া রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমি বাংলার অপমান সহ্য করবো না। আমি লড়ে নেব। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা ও অত্যাচার করা নিয়ে এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভাষা সন্ত্রাস মানবো না। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বাংলায় ভিনরাজ্যের দেড় কোটি মানুষ আছেন। আমরা কখনও তাঁদের উপর অত্যাচার করিনি। তাহলে কেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে? পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার জন্য বর্ধমানের প্রশাসধিক সভা থেকে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। সভা থেকে তিনি ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প চালু করেছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলায় ফিরে এলেই ৫০০০ টাকা করে দেব। এছাড়াও যতদিন না কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। স্বাস্থসাথী ও খাদ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধাও পরিযায়ী শ্রমিকরা পাবেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাচ্চাদের এখানকার স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা আমরা করে দেব। কর্মশ্রী প্রকল্পে স্কিল ট্রেনিংও দেওয়া ছাড়াও বাংলায় ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমীকদের সহজে লোন পাওয়ার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভা ভোটের আগে দুই বর্ধমান জেলাকে নিয়ে এদিন বর্ধমানের প্রশাসনিক বৈঠকে একপ্রকার কল্পতরু রূপেই দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও সুবিধা প্রদান করেন। গোটা রাজ্যের যে ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে পুনরায় 'সবুজ সাথীর' সাইকেল দেওয়া হবে, তার সূচনা এদিন মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমান থেকে করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিনই বর্ধমান থেকে ৫০০০ ছাত্রছাত্রীকে 'সবুজ সাথীর' সাইকেল প্রদান করা হবে। নতুন করে আরও ৭২ হাজার মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিবা প্রদান ও ২৪ হাজার জনকে জমির পাট্টা প্রদানের সূচনাও এদিন মুখ্যমন্ত্রী করেন। এছাড়াও মাটির বাড়িতে বসবাস করা রাজ্যের আরও কত সংখ্যক পরিবার সরকারি আর্থিক সুবিধা পাবে, কোথায়-কোথায় নতুন রাস্তা ও অন্যান্য প্রকল্পের কাজ হবে তা মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৭৮৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১৭১টি প্রকল্পের শিল্যানাস করেন। এই ১৭১টি প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৯৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব বর্ধমানের সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলার ২৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী। ১১০ কোটি টাকা ৩৯ লক্ষ টাকা প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে। একইসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ২৩টি প্রকল্পের শিল্যানাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৩টি প্রকল্পে ৫১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এদিন ১৪টি জেলা ভিভিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মসূচিতে যোগ দেয়।

জামালপুরে পাড়ার সমাধান কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার ২৯ আগস্ট পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে অনুষ্ঠিত হলো আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি। জামালপুর-১ ও জামালপুর-২ অঞ্চলের বেত্রাগর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কালারাঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একযোগে এই সমাধান ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্প পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন-তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, ভারপ্রাপ্ত বিডিও রাহুল বিশ্বাস, বি.এল.আর.ও. প্রত্যুষ বাগ, এফ.ই.ও. অর্ণব কুইল্যা, জামালপুর-১ ও ২ অঞ্চলের প্রধান ডলী নন্দী ও মিঠু পাল, জামালপুর-১ অঞ্চলের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল, অঞ্চল সভাপতি আব্দুল আলীম সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা। ক্যাম্পে উপস্থিত অতিথিরা প্রতিটি কাউন্টার ঘুরে দেখেন এবং যাঁরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন তাঁদের সরাসরি সহায়তা করেন। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন জানান, "পাড়ার মানুষ নিজেরাই তাঁদের পাড়ার উন্নয়নের কাজ তুলে ধরছেন। তাঁদের দাবি অনুযায়ী গুরুত্ব দিয়ে সেই কাজগুলিই সম্পন্ন করা হবে।" এদিন মূলত গ্রামবাসীরা রাস্তা, ড্রেন, স্ট্রিট লাইট, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংস্কার সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বসতবাড়িতে চুরি ঃ ধরা পড়লো এক নাবালক সহ তিন জন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভিক্ষা করার নাম করে দিনেদুপুরে একাধিক বসতবাড়িতে চুরি করে পালানোর সময় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়লো এক নাবালক সহ তিনজন। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বলগোনা ঘোলার পাড় এলাকায়। জানা গেছে, ভাতারের বলগোনা এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করছিলেন বানজারা দলের ওই তিন সদস্য। ভিক্ষার আড়ালে কোন ফাঁকা বসতবাড়ি নজর এলেই লুটপাট চালাতো তারা। স্থানীয়দের দাবি, বলগোনা এলাকার একটি বসত বাড়িতে চুরি করে পালানোর সময় বাড়ির মালিক চলে আসে। সন্দেহ হতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখেন আলমারির জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় রয়েছে। সোনা ও রুপোর গহনা চুরি গেছে। এরপরই পাড়া-প্রতিবেশীরা চেপে ধরতেই ঘটনার কথা স্বীকার করেন তারা। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু সোনা ও রুপোর অলংকার উদ্ধার হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। স্থানীয়দের আরও দাবি, একই পাড়ার আরও দুটি বসতবাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এরপরই গ্রামবাসীরা ওই তিনজনকে আটকে রাখে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ভাতার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এক নাবালক সহ তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত এই নিয়ে থানায় কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

♦ উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, সেখ সামিউল হক।
♦ বিশেষ সদস্য ঃ সেখ রেজাউল হক, মুন্সী সফিউর রহমান, আজিজুর রহমান (মাখন), সুদীপ্ত সামন্ত, অঞ্জন সাম, তন্ময় শীল, সেখ লিয়াকত হোসেন, ফকরুদ্দিন আলি আমেদ, সেখ আজহার উদ্দিন, অনির্বাণ রায়, ঝুমা শীল, আরজু, সঞ্জয় মন্ডল, তাপস কুমার গুই।
♦ শাখা অফিস ঃ সুরজ ইলেকট্রনিক্স, মোতি মার্কেট, গলসী বাজার, বর্ধমান, ফোন ঃ ৯৯৩২৫৯৮৭৮৬

Printer, Publisher & Owner Paritosh Shil, Printed at Belleswar Press, Vill.+ P.O.- Galsi, Dist-Burdwan-713406 & Published at, Vill.- Lakshmipur, P.O.- Gohagram, P.S.- Galsi, Dist.-Burdwan, Pin-713428. Editor- Paritosh Shil, M : 9933475793, Email : sojakatha15@gmail.com